পরিবেশ সংরক্ষণ (Environmental Conservation)

Prof. Biswanath Nag
NSS (GENERAL)
SEM-IV , DSC-4

পরিবেশ-বোধ অনুসারে সংরক্ষণ বা কনজারভেশান কথার অর্থ পরিবেশকে সুরক্ষিত করা এবং এর স্বাস্থ্য বা গুণমান বজায় রাখা । 'বিশ্ব সংরক্ষণ কৌশল' (১৯৮০) অনুসারে রাষ্ট্রের পুষ্টিসাধন উন্নয়ন পরিবেশের ধনাত্মক সংরক্ষণ, অর্থাৎ মানুষের দ্বারা পরিবেশের সচেতন পরিচালনের উপর নির্ভর করে । সুতরাং মানুষের দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক ।

সংরক্ষণের প্রকারভেদ :-

মানব জীবনের গুণমানের উৎকর্ষ সাধন এবং প্রয়োজনীয়তা পরিতৃপ্তির জন্য যে পদ্ধতিতে প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমুহ (সজীব এবং অজীব) সচেতন পরিচালন সম্ভব তাকে সংরক্ষণ বলা হয় । সংরক্ষণ মূলত দুধরণের - ভৌত সংরক্ষণ এবং জীব সংক্রান্ত সংরক্ষণ ।

ভৌত সংরক্ষণ :-

অজীব নিঃশেষযোগ্য সম্পদসমুহ যথা পরিবেশের ভৌত উপাদান (যেমন ভূ-গর্ভস্থ জল, শীর্ষ মৃত্তিকা ইত্যাদি), খনিজ মৌল (যেমন সোনা, রূপা, তামা, সীসা, হীরা, সালফার ইত্যাদি), জীবাশ্ম খনিজ জ্বালানী (যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস) ইত্যাদির পরিচালনকে ভৌত সংরক্ষণ বলা হয় ।

জীব সংক্রান্ত সংরক্ষণ :-

বিভিন্ন জীব বা জীব প্রজাতির বর্তমান জনসংখ্যা এবং বৈচিত্রের পরিচালনকে জীব সংক্রান্ত সংরক্ষণ বলা হয় ।

পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দ্যেশ :-

পরিবেশ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সমুহের যথাযথ ব্যবহার , সুরক্ষা এবং পরিচালন । পরিবেশ সংরক্ষণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ সমুহ বিচক্ষণতার

সঙ্গে ব্যবহার করা যায় এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রিত থাকে ।

বাস্তুবিজ্ঞানী ‘ওডাম’ (Odum) এর ধারণা অনুযায়ী একজন সংরক্ষণবিদের দুটি প্রধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকা উচিত - ১) সৌন্দর্যমূলক , বিনোদনমূলক এবং অর্থনৈতিক মূল্য আছে এমন উৎকর্ষ সমন্বিত প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষিত করা ; এবং ২) সম্পদ সমুহের নবীকরণ এবং উৎপাদন চক্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে অত্যাবশ্যকীয় উদ্ভিদ , প্রাণী এবং বস্তুর উৎপাদনশীলতা দীর্ঘতর করা ।